যে জন দেবতা উদ্দেশ্যে আহুতি দেয় এবং দান করে, তাহাকে পাষণ্ডী বলিয়া, বুঝিতে হইবে অথবা নিজকে কর্ম্মানুষ্ঠানে স্বাধীন বলিয়া যে জন মনে করে সে জনও পাষণ্ডী। এ স্থানে 'পাষণ্ডী' শব্দের অর্থ বৈষ্ণব মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া। শ্রীভগবদ্গীতাতেও দেখা যায়—"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে যাঁহারা অন্য দেবতার ভক্ত হইয়া শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে সেই সেই দেবতাকে আরাধনা করে, হে কৌন্তেয়! তাহারা আমাকেই আরাধনা করে কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক। অন্য দেবতা আরাধক কেমন করিয়া আমাকে আরাধনা করে, তাহারই প্রকারটি বলিতেছেন—

"অহং হি সর্ব্বজ্ঞানং" ইত্যাদি। অর্থাৎ আমিই সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু অর্থাৎ নিয়ামক ও ফলদাতা। যাহারা তত্ত্বতঃ আমাকে জানে না, তাহারাই বৈষ্ণবমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়। বস্তুতঃ বিচারে নিখিল বেদমার্গের শ্রীভগবানেই পর্য্যবসান।

এই অভিপ্রায়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে বলিতেছেন—

"গৌণ মুখ্যবৃত্তি কি অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা সে কহয়ে কৃষ্ণকে॥"

শ্রীগীতাতেও উল্লেখ আছে—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ"। হে অর্জ্জুন! সমস্ত বেদের আমিই বেদ্য। এই সকল প্রমাণে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়—স্বরূপ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যপূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইবার জন্যই সকল বেদ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই অভিপ্রায়ে শ্রীঅক্রূর মহাশয়ও যমুনা জলে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন—

"সর্ব্বএব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবমহেশ্বরং।
যে নানাদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো॥
যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যা পরিতা বিভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥"

হে প্রভো! সকলেই তোমাকে উপাসনা করিয়া থাকে। যাহারা অন্য দেবতার ভক্ত, তাহারা যদ্যপি অন্য অন্য দেবতাতে আসক্তচিত্ত, তথাপি তোমাকেই পূজা করে; যেহেতু তুমি সর্ব্বদেবমহেশ্বর। যেমন, পর্ব্বত হইতে উদ্ভবা নদীসকল মেঘজলে পূর্ণা হইয়া নানাপথে সাগরেই প্রবেশ করে, তেমনই সমস্ত বেদমার্গ বিচার পর্য্যবসানে তোমাতেই প্রবৃত্ত অর্থাৎ